ধারাবাহিক **উপন্যাস**

(পর্ব ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯)

ক্রসফায়ার

আহমেদ সাবের

রচনাকাল ১৭ জুলাই থেকে- ২৫ অক্টোবর, ২০০৭

-১৬-

ঘড়ি দেখেন তরিকুল আলম। সাড়ে দশটা বেজে গেছে। অস্থির হয়ে উঠেন তিনি। ছেলেটা এখনো এলোনা। কখন ঢাকা যাবে সে। ইমন না এলে তিনিও যেতে পারছেন না। ওর সাথে দেখা করার জন্য এমন পড়ি মরি করে ছুটে এসেছেন। অথচ ওরই পাত্তা নেই।

ছেলের রুমে বসে আছেন তিনি। বিছানার উপর ইমনের চটের ব্যাগ। ব্যাগে একটা শার্ট আর একটা প্যান্ট। কাছে নিয়ে গন্ধ শোকেন তিনি। কোথায় গেল ছেলেটা? মোবাইলে ফোন করেন আবার। সেই একই মেসেজ। মোবাইল সুইসড অফ। ছেলেটা কি এখনো ঘুমাচ্ছে? এত ইরেসপন্সিবল হয় কি করে ছেলেটা? নাকি ঢাকায় চলে গেছে ব্যাগ ফেলে? দুনিয়ার হাজারো চিন্তা ভিড় করে তকিকুল আলম সাহেবের মাথায়।

মোবাইল থেকে ঢাকার বাসায় ফোন করেন তিনি। ফোন ধরেন মনোয়ারা বেগম।

তুমি কোথায়? কখন বাসায় আসছ? মনোয়ারা বেগমের প্রশ্ন।

আমি কুমিল্লায়। ভেবেছি ইমনকে নিয়ে একসাথে ফিরবো। কিন্তু রেষ্ট হাউজে এসে শুনি সে রাত্রে ফিরেনি। মোবাইলেও পাচ্ছিনা।

তাই নাকি। আমরাও চেষ্টা করছি রাত থেকে, পাচ্ছিনা।

ওর তো আমার সাথে ঢাকা ফিরে যাওয়ার কথা। এখন ওকে না পেলে আমিও যেতে পারছিনা।

বন্ধু বোধ হয় রাতে আসতে দেয়নি। অনেক দিন পর দেখা তো। একটু অপেক্ষা কর। ওর দশ এগারোটার দিকে রুমকিদের বাসায় যাওয়ার কথা। যাওয়ার আগে রেষ্টডাউজে অবশ্যই আসবে কাপড় চোপড় বদলাবার জন্যে।

রুমকি, সে আবার কে? তরিকুল আলম আকাশ থেকে পড়েন।

রুমকি, তোমার ভাবী পুত্রবধু। হেসে ফেলেন মনোয়ারা বেগম।

তকিকুল আলম সাহেব শান্ত শিষ্ট গোছের মানুষ। সহজে রাগেন না। স্ত্রীর অসময়ের রসিকতায় তার রাগ পেয়ে যায়।

মনোয়ারা, তুমি রসিকতা করার আর সময় পেলে না।

রসিকতা করছিনা। সত্যি। চুমকি রুমকি দু বোন। আমাদের বাসায় মাঝে মাঝে আসে। চুমকি

নীতুর সাথে পড়ে। তোমার মনে নেই?

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। ওদের সাথে আবার ইমনের দেখা হলো কখন?

পরশু যখন ইমন এলো, তখন ওরাও এসেছিল। আমাদের বাসাতেই দেখা হলো। রুমকি মেয়েটা বেশ লক্ষী। আমার খুব পছন্দ। কথা বার্তার পর, তোমার ছেলেরও বোধ হয় রুমকিকে পছন্দ হয়েছে। ওদের সাথে দেখা করার জন্য ওদের বাড়ী যাবার কথা। দেখা করেই চলে আসবে বলেছে।

আলহামদুলিল্লাহ। ছেলেটার একটা গতি হলেই হয়। বিদেশে আছে, কখন কি করে বসে, ঠিক নাই। যাক, এখন কি করবো? রেষ্ট-হাউজে অপেক্ষা করবো?

এক কাজ করনা, রুমকিদের বাসায় চলে যাও। মেয়েটাকে দেখবে, ওদের বাড়ীটাও দেখা হবে।

এভাবে বিনা নোটিশে যাওয়া কি ঠিক হবে? আর, রুমকিদের বাসাতো চিনি না।

চুমকি আর রুমকিতো আমাদের মেয়ের মত। তুমিতো আর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছ না। যাচ্ছ ছেলের খোঁজে। দাড়াও, নীতুকে ওদের বাসার ঠিকানা জিজ্ঞেস করি। নীতু, রুমকিদের বাসার ঠিকানা কি জানিস? মেয়েকে প্রশ্ন করেন তিনি।

ঠিক জানিনা মা। যতদুর মনে পড়ে, ধর্মসাগরে মেজর সালামের বাড়ী। আমতা আমতা করে বলে নীতু।

শুন, ধর্মসাগরে মেজর সালামের বাড়ী। আজকালকার ছেলে পেলে, সাধারন জ্ঞান একেবারেই নেই। বাপ মাকে ভোগাতে পারলেই যেন সুখ পায়।

দেখ, রুমকিদের বাড়ী আমি কি করে যাই? বলা নেই, কওয়া নেই। হুট করে হাজির হবো। খারাপ দেখাবে না?

ক্ষতি কি? একে বারে কথা বার্তা বলে এলে, হবু পুত্রবধুকেও দেখে এলে। আবার হাসেন মনোয়ারা বেগম। তারপর সিরিয়াস হয়ে বলেন, ঠিক আছে, তুমি যেওনা। কিছু মিষ্টি নিয়ে এনায়েতকে পাঠিও।

আজকালকার ছেলে মেয়েদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। একটা মাথায় ঢুকলো তো ঢুকলো, সে দিকেই খেয়াল। অন্যদিকে তুলকালাম হয়ে যাক, কোন খোঁজ খবর নাই। তোমার কি মনে হয় ইমন সেখানে আছে?

না, ইমন এখনো সেখানে যায়নি। নীতু ওদের বাসায় ফোন করেছে। ইমনের ফোনের ব্যাটারী

শেষ কিনা কে জানে। বিদেশ গিয়েও ছেলেটার বুদ্বি শুদ্বি কিছু হলো না। মোবাইল না থাকুক, একটা ফোন বুথ থেকে নয়বা বন্ধুর বাসা থেকেও তো সে একটা ফোন করতে পারে।

এনায়েত, ধর্মসাগর চেন?

কন সাগর ছার? এনায়েতের পাল্টা প্রশ্ন।

ধর্মসাগর।

বঙ্গোপসাগরর কতা হুইন্যি, আরব সাগরর কতা হুইন্যি, ধর্মসাগরর কতা ত ন হুইন্যি ছার। মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলে এনায়েত।

লোকটার বোকামীতে হাসি পেয়ে যায় তরিকুল আলম সাহেবের। আজ কাল কার যুগে এমন সরল লোক হয় কি করে? একবার রাঙ্গামাটিতে দোকানে পাঠিয়েছেন এনায়েতকে, একটা বল পয়েন্ট কলম আনার জন্য। এনায়েত একটা বল আর একটা কলম নিয়ে হাজির।

ছার, বহুত দোকান খুঁজি বল পাইয়ি, কলম পাইয়ি। পয়েন্ট ন পাই।

ধর্মসাগর সাগর না। কুমিল্লা শহরে একটা যায়গার নাম। চেন?

ন চিনি ছার। ছিনাই দিলে যাইৎ পারুম পাঁ..আরলার।

তরিকুল আলম সাহেব বুঝলেন, এনায়েতকে দিয়ে কাজ হবে না। দবির, দবির। হাঁক দিয়ে দবিরকে ডাকেন তিনি।

দবির ছুটে আসে। জ্বী স্যার।

দবির, একটা লোক দাও তো আমার সাথে। আমাকে ধর্মসাগর যেতে হবে। এনায়েত রাস্তা চেনে না।

আমি চিনি স্যার। আমারে লইয়া চলেন।

এখানে অসুবিধা হবে না? ডি ডি স্যার এসেছেন ঢাকা থেকে।

না স্যার, অসুবিধা হইবো না। আমার এ্যাসিটেন্ট জাফর আছে। সে সব দেখাশুনা করতে পারবো। দাঁড়ান, আমি দারোয়ান আর বাবুর্চিকে বইলা আসি।

ওদের বলে দিও, আমার ছেলে এলে. আমাকে যেন মোবাইলে ফোন করে।

ঠিক আছে স্যার। চলে যায় দবির এবং ফিরে আসে একটু পর।

তরিকুল আলম ছেলের রুম থেকে ছেলের ব্যাগটা নিয়ে গাড়ীতে এসে বসলেন। পরে আবার ভাবলেন, ইমন যদি এসে কাপড় বদলাতে চায়। না, থাক। ব্যাগটা রাখার জন্য গাড়ী থেকে নামলেন তিনি। এবং সেটি রেখে আবার এসে বসলেন গাড়ীতে।

দবির, কিছু মিষ্টি কিনতে হবে। একটা ভাল , মিষ্টি দোকানে যাও। দবিরকে বললেন তরিকুল আলম।

দবির এনায়েতকে বাম ডান করে করে একটা মিষ্টি দোকানে নিয়ে গেল। অবাক কান্ড, এটাইতো রঘু মিষ্টান্ন ভান্ডার। কুমিল্লা থাকতে, কত মিষ্টি কিনেছেন এ দোকান থেকে। রঘুকে খুঁজলেন তিনি, কোথাও দেখলেন না। ক্যাশে বসা লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন রঘুর কথা।

বাবা তো মারা গেছেন বছর দুয়েক আগে। লোকটা বললো।

তরিকুল আলম সাহেব কয়েক পদের মিষ্টি কিনে আবার উঠে বসলেন গাড়ীতে।

গাড়ী চলছে ধর্মসাগরের পথে। দবির এনায়েতকে দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আপন মনে ভাবছেন তরিকুল আলম পেছনের সীটে বসে। ছেলেটার সাথে এখনো দেখা হলো না। মনে মনে একটু অভিমান জমছে তার। বাবার চেয়ে বন্ধু বড় হলো ওর। বন্ধু নিয়ে ব্যাস্ত, বাপের খবর নেই। রুমকির কথা মনে হলো তার। নীতুর সাথে দেখেছেন বার কয়েক। বেশী কথা বার্তা হয়নি। অল্পতেই মনে হয়েছে, মেয়েটা বেশ ভাল। বড়দের বেশ সম্মান করে কথা বলে। ভালই হলো। ছেলেটা আসতে আসতেই একটা মেয়েরও যোগাড় হয়ে গেল। ওর যখন পছন্দ হয়েছে, তা হলে আর চিন্তা কি?

কার বাড়ী যাইবেন স্যার। আমরা ধর্মসাগর আইসা গেছি। প্রশ্ন করে দবির।

চমকে উঠলেন তরিকুল আলম সাহেব। কি? কটা বাজে দবির?

প্রায় বারটা স্যার। আমরা ধর্মসাগর আইসা গেছি। কার বাড়ী যাইবেন স্যার। আবার প্রশ্ন করে দবির।

মেজর সেলিম। মেজর সেলিমের বাড়ী। মসজিদের কাছে।

-১৭-

পৌনে নটায় বাসায় পৌঁছেছে রুমকি আর চুমকি। প্রায় ছয় মাস পর বাড়ী এলো ওরা। রুমকির ফাইন্যাল ইয়ারের শেষ দিকে পড়াশুনার চাপ বেড়ে গেল। তদুপরি ফ্যাইনাল পরীক্ষার প্রিপারেশন - তাই আসতে পারেনি। সাথে চুমকিও আসেনি একা একা। মা সেতারা বেগম চাপ দেন নি। পড়াশুনাটা আগে। ওরা মানুষ হোক। কষ্ট হয়েছে ওদের ছেড়ে এত দিন থাকতে। ওদের ভবিষ্যত ভেবে কষ্টটা সহ্য করেছেন তিনি। আজ দুই মেয়েকে পেয়ে খুশীতে তার চোখে পানি এসে যায়।

বাড়ীর উঠানেই দুই মেয়েকে জড়িয়ে ধরে প্রশ্ন করেন তিনি, পথে কষ্ট হয়নিতো রে?

না মা। সুন্দর কৌচ হয়েছে। কি আরাম। সময়ও কম লাগে। দেখনা, দুই ঘন্টায় চলে এলাম।

তোদের মামী কেমন আছে?

ভাল। আমাদেরকে সেই সকাল বেলা বাস ষ্টপে নামিয়ে দিলেন। বারে বারে বলে দিয়েছেন, আমরা যেন এক সাপ্তাহর বেশী না থাকি। বললেই হলো। এতদিন পর তোমার কাছে আসলাম। তোমাকে ফেলে আমি আর ঢাকা যাচ্ছি না। মাকে জড়িয়ে ধরে বলে রুমকি।

তোকেও আমি ছাড়ছি না। বলেন সিতারা বেগম। কিন্তু ছুটকু কে তো ছাড়তে হবে। ওর যে পড়াশুনা এখনো বাকী। চুমকি কে তিনি আদর করে ছুটকু বলে ডাকেন।

থাক পড়াশুনা। আপাকে ছেড়ে আমিও আর যাচ্ছি না, মা। আদুরে গলায় বলে চুমকি।

পাগলী। উত্তর সিতারা বেগমের।

ওরা ঘরে ঢুকে জিনিষপত্র রাখে। রান্না ঘরের দিকে নজর যায়। ওদের চাচাতো বোন বিলকিস উঠে আসে ওদের দেখে।

রুমকি আপা, তুমি অনেক শুকিয়ে গেছ। বিলকিস বলে।

শুকাবে না? যে চাপ গেছে পরীক্ষার। রাতের পর রাত ঘুমায়নি আপা। উত্তর দেয় চুমকি। তোর খবর কি? তোর না এবার এস, এস, সি দেবার কথা।

জ্বি আপা। কিন্তু পড়াশুনায় মন একেবারে বসাতে পারি না।

বসাতে পারি না বললে হবে না। বসাতে হবে। আমি যে কদিন আছি, তোকে নিয়ে বসবো। এস, এস, সি তে ভাল না করলে সারা জীবন পস্তাবি। বলে রুমকি।

ঠিক আছে আপা। সন্মতি বিলকিসের।

হাত মুখ ধুয়ে আয়। আমি আর বিলকিস সেই সকালে উঠে পিঠা বানিয়েছি তোদের জন্যে। ভাপা পিঠা। পাটিসাপটা। গরম গরম খেয়ে নে। বলেন সেতারা বেগম।

মুখে জল এসে যায় চুমকির। সে পিঠার খুব ভক্ত।

দাও দাও, এখনি দাও। বেশী করে বানিয়েছ তো মা? মেহমান আসবে।

মেহমান আসবে? আকাশ থেকে পড়েন সিতারা বেগম। গত সাপ্তায় তোর মামা এলো। বললো, তোরা আসবি। মেহমানের কথা তো বলেনি। কে, মেহমান কে?

আপাকে জিজ্ঞেস করো। মুচকি মুচকি হাসে চুমকি।

কে রে? রুমকির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন সেতারা বেগম।

আমি জানিনা। বলে বারান্দায় চলে যায় রুমকি।

সেতারা বেগম বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকেন কিছুক্ষন।

রুমকি আর চুমকি আসার শব্দ পেয়ে চাচাতো ভাই জলিল আর চাচী এসে হাজির। রুমকি ওদের সাথে কথাবার্তায় ব্যাস্ত হয়ে পড়ে। সিতারা বেগম রান্না ঘরে চা বানাচ্ছেন মেয়েদের জন্য। চুমকি পিঠার লোভে রান্না ঘরে হাজির।

বললিনা তো মেহমান কে? কখন আসবে?

রুমকি আপাকে একটা ছেলের পছন্দ হয়েছে। রহস্যময় হাসি হেসে বলে চুমকি। সে আসবে।

জানিনাতো রুমকির পছন্দের কেউ আছে। তুইও তো বলিসনি আগে। তোর মামীও না। তলে তলে কি সব কান্ড করিস তোরা। সিতারা বেগমের গলায় বিরক্তি। কবে থেকে পরিচয় ছেলেটার সাথে? কি করে?

পাড়ার মাস্তান মা। কলেজে উঠে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। কাটা রাইফেল দেখিয়ে চান্দা উঠায় আর রাজার হালে থাকে। ধরে পড়েছে আপাকে। আপার কি সাহস, না করে? চিন্তা করোনা মা, তোমার মেয়ে সুখেই থাকবে।

শেষে আমার মেয়েটার কপালে ...। কথা শেষ করতে পারেন না সেতারা বেগম। কেঁদে ফেলেন তিনি ঝরঝর করে।

একটু দুষ্টামি করলাম মা। তেমন কিছু না। ছেলেটার নাম ইমন। খুব ভাল ছেলে মা। বিদেশে থাকে, ভাল চাকরী করে। ওর বোন নীতু আমার সাথে পড়ে। তোমাকে তো নীতুর কথা বলেছি আগে।

ফাজিল মেয়ে। এমন ভয় দেখাতে পারিস তুই। হেসে ফেলেন সেতারা বেগম। নীতুর কথা মনে আছে আমার। কুমিল্লা ছিল ওরা অনেক দিন। কখন আসছেন ওনারা?

ওনারা না মা। শুধু ইমন ভাইয়ার আসার কথা দশ এগারোটার দিকে।

খুশীতে আবার চোখে জল এসে যায় সেতারা বেগমের। বাপ মরা মেয়েদের ভবিষ্যত নিয়ে তার উৎকন্ঠার শেষ নেই।

তোরা আর মানুষ হলিনা। একটা বাইরের লোক আসবে, একটু খবর দিবিনা আগে।

অস্থির হয়োনা মা। কালকেই ঠিক করলেন. উনি আসবেন। ওনার আসার ব্যাপারটাও তেমন পাকা না। উনি কুমিল্লা আসবেন এক বন্ধুর সাথে দেখা করার জন্য। সময় করতে পারলেই আসবেন।

তুই বললেই অস্থির হবো না? ওকে না হয় কয়দিন পরে আসতে বলতি।

ওনার হাতে সময় নেই মা। কালকের ফ্লাইটে ওনাকে অষ্ট্রেলিয়া ফিরতে হবে। উনি আসার পর ওনার বাবার সাথে পর্য্যন্ত এখনো দেখা হয়নি।

এক জন বাইরের লোক আসবে, ভাল মন্দ কিছুই রান্না করিনি। তোরা যা খাবি, তা কি বাইরের লোককে দেয়া যায়? মেয়েকে বলেন তিনি। জলিল, একটু বাজারে যেতে হবে। বলে জলিল কে ডাকেন।

না মা, জলিল কে বাজারে পাঠাতে হবে না। ইমন ভাইয়া খাবেনা মা। ওনার বাবা ফিরবেন চট্টগ্রাম থেকে। বিদেশ থেকে ফেরার পর ওনার বাবার সাথে ওনার এখনো দেখা হয়নি। উনি আমদের সাথে দেখা করেই ঢাকা চলে যাবেন বাবার সাথে দেখা করার জন্য।

এটা কি করে হয়? বাড়ীতে একজন নতুন মেহমান আসবে, আর না খেয়ে চলে যাবে?

হয় মা। হাতে সময় না থাকলে কি আর করা? তোমার হাতের এমন মজার পিঠা পেলেই ইমন ভাইয়া খুশী হয়ে যাবে।

কে আসবে আপা? রান্না ঘরে ঢুকতে ঢুকতে প্রশ্ন করে বিলকিস।

তোর হবু দুলাভাই। ওনাকে ইমপ্রেস করার দায়িত্ব তোর। বেশী সাজিস না আবার। শেষে আপাকে ছেড়ে, তোর উপর চোখ পড়ে যেতে পারে। আপাততঃ আয় ঘরটা একটু গুছিয়ে ফেলি। বলে চুমকি বিলকিসকে নিয়ে কাজে লেগে যায়।

সেতারা বেগম হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝতে পারছেন না। ঘর দোর গোছানো নাই। মেয়েদের জন্য না গোছালেও চলে। বাইরের লোক এসে ঘর দোরের এ অবস্থা দেখলে কি ভাববে। হাজার হোক, মেয়ের বিয়ে নিয়ে কথা, মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে কথা।

আলাদা বসবার ঘর নেই ওদের। একটা ঘরেই সব। মেয়েরা ঢাকা চলে যাবার পর ঘরের ভেতরের অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়েছে গত ক বছরে।

কাজে লেগে যান সেতারা বেগমও।ট্রাঙ্কে তুলে রাখা চাদর বের হয় বহুদিন পর। দীনতার অসুন্দর ঢাকা পড়ে যায় ফুল তোলা চাদরের নীচে। বিলকিস হাত লাগায় চাচীর সাথেও। হাজার হোক, হবু নওসা আসছে।

বিলকিস বাগান থেকে ফুল তুলে এনে সাজিয়ে দেয় পেতলের ফুলদানীতে। ওদের ঘর থেকে দুটো ভাল চেয়ার নিয়ে আসে রুমকির চাচাতো ভাই জলিল। চুমকি চলে যায় কাপড় বদলাতে। সারা বাড়ীতে একটা উৎসবের সাড়া পড়ে যায়।

আর রুমকি? খাটে বসে সবার কান্ড কারখানা দেখে। এ যেন, যার বিয়ে তার হুশ নেই. পাড়া পড়শীর ঘুম নেই অবস্থা।

-১৮-

আপা, তাড়াতাড়ি রেডী হয়ে নে। ইমন ভাইয়া এখনি এসে পড়বে। তাড়া লাগায় চুমকি।

আসুক। রুমকির নিরাশক্ত উত্তর।

তুই কি এ ভাবেই থাকবি পেত্নির মত?

অসুবিধা কি? বোনকে রাগাতে ভালই লাগছে ওর। নাসিরউদ্দিন হোজার গল্পটা মনে নেই তোর? পোষাকেই কি মানুষের মূল্য?

ইমন ভাইয়ার কিন্তু নীল রং পছন্দ।

তাতে আমার কি? সে কথা তো কাল রাত থেকে আমার কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে, আমার কান দুটো পচিয়ে ফেললি।

আপা, ইমন ভাইয়া তোকে নীল রং এর শাড়ী আর নীল টিপ পরতে বলেছে।

চুমকি, নানু বলতো, ছেলেদের বেশী পাত্তা দিতে নাই, বুঝলি। তা হলে ওরা মাথায় উঠে যায়। তোর ইমন ভাইয়া কি বলেছে, না বলেছে, তা আমার মানতে হবে বলে কি কোন কথা আছে?

মাঝে মাঝে আপাকে বুঝতে পারে না চুমকি। এমন করে কথা বলছে কেন সে? আপার কি ইমন ভাইয়াকে পছন্দ হয়নি? নাকি আপার পছন্দের অন্য কেউ আছে, যা চুমকি জানে না। মনে মনে ভীষন নিরাশ হয়ে যায় সে।

আপা, একটা প্রশ্ন করব। প্রমিজ কর, সত্য উত্তর দিবি।

শুনেই দেখি না প্রশ্ন টা। তার পর দেখা যাবে, উত্তর দেব কি দেব না।

আপা, তোর কি পছন্দের কেউ আছে?

মুচকি হাসে রুমকি। আছে।

কে? কৌতুহলে ফেটে পড়ে চুমকি।

সময় হলে বলবো।

তোর যা ইচ্ছা কর। রেগে যায় চুমকি। জার্নি করে এসেছিস। এখন অন্ততঃ হাত মুখটা ধুয়ে নে।

যেন অনিচ্ছা সত্বেও, বোনকে খুশী করার জন্য উঠে যায় রুমকি।

টেবিলে সুন্দর টেবিলক্লথ পেতে দেয় চুমকি। বোনের জন্য নীল ব্লাউজ আর নীল বের করে রাখে চেয়ারের হাতলের উপর। রুমকি আসে হাত মুখ ধুয়ে। হালকা প্রশাধন বুলায় মুখে।

আপা নীল শাড়ীটা পর। চুমকির কন্ঠে কাকুতি। তোকে খুব মানাবে।

ওর কাকুতিকে উপেক্ষা করে খাটের উপর পা উঠিয়ে বসে থাকে রুমকি।

প্রচণ্ড আভিমান হয় চুমকির। সে আড়ালে গিয়ে কেঁদে ফেলে।

-১৯-

দিন কি রাত্রি বুঝতে পারছেনা আমজাদ। ওর সারা শরীরে প্রচন্ড ব্যাথা। মুর্ছা যাওয়া আর না যাওয়ার সীমা রেখায় অবস্থান করে, কংক্রিটের মেঝের উপর কাত হয়ে কাতরাতে থাকে সে। সামনে এক জন লোক বসা। লোকটাকে ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। লোকটা কি ইমন? সেও কি ধরা পড়েছে? ইমনকে কি মেরেছে ওরা?

ইমন, তোকে কি মেরেছে ওরা? আমজাদ প্রশ্ন করে। কিছুই বুঝা যায়না, শুধু ঘড় ঘড় শব্দ হয়। আমি শোধ নেবো, আমি শোধ নেবো।

পানি পানি। জ্ঞান হারায় আমজাদ।

তোর সাথে আর কে ছিল? অনেক দুর থেকে একটা প্রশ্ন ভেসে আসে। প্রশ্নটাই কানে এসে ধাক্কা দেয়, কাউকে দেখতে পায়না আমজাদ। সে কি অন্ধ হয়ে গেছে। কেউ ওর চুলের মুঠাটা টেনে ধরে।

তোর সাথে আর কে ছিল?

কেউ না। অনেক কষ্টে বলে আমজাদ।

কেউ না? তপ্ত শীশার মত ওর গালে এসে লাগে কারু চাপেটাঘাত।

পানি। কাতরায় আমজাদ।

রকিব, হারামজাদারে এক গ্লাশ পানি দাও। না হয় মুখ খোলানো যাবে না। মেজর মমিন আদেশ দেন। এটা খরচ ফায়ার হলে আসলটার খোঁজ খবর পাওয়া যাবে না।

কেউ আমজাদের হাতে এক গ্লাশ পানি ধরিয়ে দেয়। অনেক কষ্টে এক ঢোক পানি খায় আমজাদ। সামনের ধোয়াটে পর্দাটা একটু পরিষ্কার হয়।

আর কে কে ছিল তোর সাথে?

জয়নাল আর আকবর।

তাতো জানি। আর কে?

আর কেউ না।

চুল টেনে ধরে আমজাদের গালে আরেকটা চড় কষেন মেজর মমিন। আমজাদের মনে হয়, কেউ যেন ওর মগজটা মাথার কোটর থেকে টেনে বের করে নিচ্ছে।

এতো বড় মুশকিল দেখছি। রাত থেকে জেরা করছি, এখনো ওর মুখ খোলাতে পারছিনা। আপন মনেই গজ গজ করেন মেজর মমিন।

তোমার উপর আর টর্চার হবে না। ঠিক মত সহযোগীতা করলে ছাড়াও পেয়ে যেতে পার। শুধু বল, কাকে বাঁচানোর জন্য তুমি ধরা দিয়েছ? মেজর মমিনের সুর বদলে যায়। রকিব, পিন্টুকে এক কাপ চা দিতে বল।

কাউকে না।

একটু চিন্তা করে বল। সময় নাও। আর কেউ কি ছিল তোমার সাথে।

এক জন এসে একটা চায়ের কাপ রেখে যায় টেবিলের উপর।

চা খাও। নরম গলায় বলেন মেজর মমিন। আমজাদ ভরসা পায়না। নাও নাও, ভয়ের কিছু নেই। বলেছি না, তোমার উপর আর টর্চার হবে না। আমরা বাঘ ভাল্লুক না। আমরাও মানুষ, আমাদেরও দয়া মায়া আছে।

আমজাদ ভয়ে ভয়ে হাত বাড়ায় চায়ের কাপের দিকে।

তোমার সাথে আর কে ছিল? অত্যন্ত শান্ত সুরে বলেন মেজর মমিন।

কেউ না।

হারামজাদা। বুটের একটা লাথি এসে লাগে আমজাদের পাজরে। একটা হাড় যেন ভেঙ্গে যায় মট

করে। চায়ের কাপটা হাত থেকে উড়ে যায় শূন্যে।

তবে এইটা কে? পকেট থেকে একটা ছবি বের করে আমজাদের চোখের সামনে ধরেন মেজর মমিন।

ঝাপসা চোখে ছবিটা দেখে আমজাদ। শুধু মাথার ছবি। কেমন একটা ভয়ার্ত দৃষ্টি ইমনের চোখে। ভয়ে যেন ওর চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে।

শেষে ইমনও ধরা পড়লো, পালাতে পারলোনা। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আমজাদ।

চিনিস এটাকে?

ওকে কেন ধরলেন আপনারা। কাঁদতে কাঁদতে বলে আমজাদ। ওতো কিছু করেনি। ও কি ভাল আছে?

আছে, ভাল আছে। সত্য কথা বল। তোমারও কিছু হবে না, ওর ও কিছু হবেনা। না হলে ওকে ক্রসফায়ারে খরচ ....।

না না স্যার। আমি যা জানি, সব বলবো, সত্য বলবো। শুধু ওর যেন কিছু না হয়।

তা হলে বল, লোকটা কে?

আমার বন্ধু।

নাম কি?

বাশার, হাবীবুল বাশার। বাশার কথাটাই কানে যায় মেজর মমিনের। আজ ওর বিয়ে, ওকে ছেড়ে দেন। আপনার পায়ে পড়ি স্যার।

তাই নাকি? মুচকি হাসেন মেজর মমিন। তা হলে তো দুলা মিয়াকে অবশ্যই ছেড়ে দিতে হয়, নওসার সাজনে সাজাইয়া, পালকিতে চড়াইয়া। ঠিকানা কি দুলা মিয়ার?

জানিনা। বিদেশে থাকে সে।

ওরে বাবা, এক্কেবারে ফরিন দুলা! তা বিয়েটা কোথায় হবে, কোন রাজ মহলে?

জানি না।

মশকরা করার যায়গা পাসনা হারামজাদা। এবারের বুটের লাথিটা এসে পড়ে আমজাদের মুখে। একটা দাঁত ছিটকে বেরিয়ে আসে ওর মুখ থেকে। ওর সামনের সব দৃশ্য অন্ধকার হয়ে যায়। আমি কি তোর দুলা ভাই যে আমার সাথে মশকরা করস? বন্ধুর বাড়ী কই জানস না, বিয়া কই যানস না, বিয়ার আগের রাইতে হে আইছে তোর পরামর্শ লওনের লাইগা। রূপকথা শুনানোর আর যায়গা পাসনা।

রাগে গট গট করে চলে যান মেজর মমিন।

আবার স্বপ্ন আর বাস্তবের মাঝখানে দোল খেতে থাকে আমজাদ। চারিদিক কেমন নিথর। কোন সাড়া শব্দ নেই। আমজাদের সারা শরীরের ব্যাথা চলে গেছে কোন মন্ত্র বলে। সাদা ধপধপে বিছানায় শুয়ে আছে সে। পাশে সীমা।

সীমা।

বল।

তোমার গা ছুয়ে বলছি সীমা, আমি সব খারাপ কাজ ছেড়ে দেব। আমি পুলিশের কাছে ধরা দেব।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ সীমা। তোমার কাছে কি আমি মিথ্যা বলতে পারি?

আমার বুকের উপর থেকে একটা বিরাট পাথর সরিয়ে দিলে তুমি।

আমাকে হয়তো জেলে থাকতে হবে অনেক দিন। তোমার একা একা কষ্ট হবে না?

একা কোথায়? আমাদের সন্তান আসছে না?

ও, তাইতো।

তোমার পথ চেয়ে চেয়ে আমাদের সময় চলে যাবে।

শরীরের ব্যাথাটা আবার ফিরে আসছে। মুখ রক্তে ভরে উঠেছে। থু করে মেঝেতে থু থু ফেলে সে। পাস ফিরতে পারেনা। শরীরের সব হাড়গোড় যেন ভেঙ্গে গেছে। এখন দিন না রাত? কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

চলবে ....